অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শোষণহীন সমাজ গড়ার অনুপ্রেরণা
বাংলাদেশেও শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটির সমাপনী মহাসমাবেশে যোগ দিতে বাসদের বিশাল লাল পতাকা মিছিল [ইনসেটে মঞ্চে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দ]

অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ৭ নভেম্বর '১৭ ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মহাসমাবেশ ও রাজ পথে বর্ণাঢ্য লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে সূচনা বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন, বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, জাতীয় গণফ্রন্টের আহ্বায়ক কমরেড টিপু বিশ্বাস, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক কমরেড জোনায়েদ সাকী, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক কমরেড হামিদুল হক, গণমুক্তি ইউনিয়নের কমরেড নাসির উদ্দিন নাসু, গরিব মুক্তি আন্দোলনের কমরেড শামসুজ্জামান মিলন, বাসদ (মাহবুব)'র কমরেড শওকত হোসেন। সমাবেশ পরিচালনা করেন জাতীয় কমিটির সমন্বয়ক কমরেড হায়দার আকবর খান রনো।

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ১২টি রাজনৈতিক দল, ১৬টি শ্রমিক সংগঠন, ১১টি কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগঠন, ৩২টি সাংস্কৃতিক সংগঠন, ৭টি ছাত্র সংগঠন, ৭টি নারী সংগঠন, একাধিক যুব ও শিশু-কিশোর সংগঠন অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটির সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

সভাপতির ভাষণে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক বাংলাদেশের বামপন্থিদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের গরিব-মেহনতি মানুষের অবস্থার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক নিয়মে পুঁজিবাদের বিনাশ হবে। পুঁজিবাদের বিনাশ মানে ব্যক্তি মালিকানার সমাপ্তি। আগামী ভবিষ্যৎ হচ্ছে মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যক্তি মালিকানার পৃথিবীর পরিবর্তে সামাজিক মালিকানার মানবিক বিশ্ব গড়ার।

প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন : জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলন এবং মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক ও অভিন্ন। কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনকে শোষণমুক্তির আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : আমাদের এই উদ্‌যাপনের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রীরা একত্র হয়েছেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনরত শ্রেণি ও পেশার সংগঠনগুলোও ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচি পালন করেছেন। উদ্‌যাপন রাজধানীতে যেমন হয়েছে, তেমনি দেশের সর্বত্রই হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পক্ষে একটি নবজাগরণের আভাস পাওয়া গেছে। আমরা আশা করবো সমাজতন্ত্রীদের এই নৈকট্য স্থায়ী ঐক্যে পরিণত হবে এবং পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম নতুন বেগ ও গভীরতা পাবে।

তিনি বলেন, আমরা যে লড়াই করছি তা একটি রাজনৈতিক লড়াই। অক্টোবর বিপ্লবও ছিলো একটি রাজনৈতিক লড়াই। যে লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল, তা ছিল একটি সামাজিক বিপ্লব। বিপ্লব হলো পুরানো রাষ্ট্রকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ন করা। বিপ্লবের পর লেনিন তাই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ডাক দিয়েছিলেন। সমস্ত ক্ষমতা এসেছে সোভিয়েতের হাতে। সোভিয়েত ছিল জনগণের হাতে। যে সময়ে আমরা অক্টোবর বিপ্লব পালন করছি, সে সময়ে পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদের রূপ নিয়েছে। এই ফ্যাসিবাদকে উচ্ছেদ করতে হলে রাজনৈতিক লড়াই প্রয়োজন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতায় এসেছে। তারা ক্ষমতাশীন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলাম সে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলায়নি। বড় রাষ্ট্র ভেঙে ছোট রাষ্ট্র হয়েছে। ভারত ভেঙে পাকিস্তান হয়েছে, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে দুই লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পরবর্তীতে রাষ্ট্র তাদের বীরাঙ্গনা উপাধি দিয়েছে। সেই উপাধি পরবর্তীতে তাদের জন্য অসম্মানের প্রতীক হয়েছে। এ ছিল ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। এই বীরাঙ্গনা উপাধি প্রমাণ করে তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি।

তিনি আরও বলেন, আমরা আজকে যে সমাজে বাস করছি সেখানে নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, শিশুরা ধর্ষণ-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় নারী ও শিশু ধর্ষণ-নির্যাতন ছিল না। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ফলে এখানে যে নারী সর্বোচ্চ পদ লাভ করে সেও পিতৃতন্ত্রের শিকার হয়। সমাজতন্ত্র এই পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। আমাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। শোষণ বন্ধ হয়নি। অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষে আমরা শোষণমুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত রাখব, শোষণ মুক্তির লড়াই চলবে।

কমরেড খালেকুজ্জামান : আজ ৭ নভেম্বর '১৭ রুশ বিপ্লব এর শতবর্ষ পূর্তি হলো। সর্বহারা শ্রেণির মহান নেতা কার্ল মার্কস ও তাঁর সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যে আদর্শিক কাঠামো ও বাস্তবায়নের পথ নির্দেশ করেছিলেন তারই সৃজনশীল প্রয়োগে বলশেভিক পার্টি কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল। এটা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মানুষের উপর মানুষের শোষণ অবসানের বিপ্লব। মুনাফার চেয়ে মানুষ বড় এ সত্য প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদী বাজার দখল, দেশ দখল, সম্পদ লুট ও মানুষ মারার যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। পুঁজিবাদী মজুরি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে শ্রমজীবী মানুষকে মুক্ত করার বিপ্লব। এই বিপ্লব ধনী-গরিব বৈষম্য, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করেছিল। নারীর ভোটাধিকার দিয়েছিল যা তখনও ইংল্যান্ড, আমেরিকার গণতন্ত্রে ছিল না। পাশাপাশি অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজ এই মৌলিক অধিকারগুলো সকলের জন্য নিশ্চিত করেছিল। এমপি-মন্ত্রী বানানোর সিলমারা গণতন্ত্রের বদলে উৎপাদন, বিলিবণ্টন, প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়নের গণতন্ত্র নিশ্চিত করেছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া—এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ দেশে দেশে স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে, শক্তি যুগিয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবার বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মোকাবেলায় তাদের কার্যকর সহযোগিতা দিয়েছে।

সমাজতন্ত্র কারও ইচ্ছা অনিচ্ছার ফসল নয়, এটা সমাজ বিকাশের ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। সমাজতন্ত্র শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদ থেকে শ্রেণিহীন সাম্যবাদে উত্তরণের অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা। ফলে সাম্য নীতিতে চললে তা সাম্যবাদে যাবে, আর সমাজতন্ত্রের ভিতর পুঁজিবাদের বীজ ঢুকালে তা পুঁজিবাদে ফিরে আসবে। লেনিন-স্তালিন পরবর্তী রাশিয়ায় সেই পশ্চাদপসরণ ঘটেছে। সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে হলে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া আর আজকের পুঁজিবাদী রাশিয়াকে পাশাপাশি দাঁড় করালেই বুঝা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ঘোষণা করতে পেরেছিল রাশিয়ায় বেকার নেই, ভিক্ষুক নেই, পতিতা নেই। যত প্রাচুর্য্যই থাকুক আজ পর্যন্ত কোন পুঁজিবাদী দেশ এ বাস্তবতা তৈরি করতে পারেনি।

পুঁজিবাদ ৫ ভাগ শোষক-লুটেরাগোষ্ঠীকে শক্তিশালী করে ৯৫ ভাগ জনগণকে ক্ষমতাহীন ও অসহায় করে। সমাজতন্ত্র ৯৫ ভাগ শোষিত জনগণকে শক্তিশালী করে ৫ ভাগ লুটেরাদের ক্ষমতাহীন করে। সমাজতন্ত্র মানুষকে মিলিত করে, পুঁজিবাদ বিভক্ত করে। আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদীতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জাতিদ্বন্দ্ব জাগিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদ ইতিহাসের আস্তাকুঁড় থেকে সকল প্রতিক্রিয়াশীলতার জঞ্জাল জড়ো করে জনতার প্রগতির পথরোধ করে। বিশ্বে এখন ৮ জন একচেটে পুঁজিপতির হাতে ৩৬০ কোটি মানুষের সম্পদ জমা হয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলছে ৯৯ ভাগ বনাম ১ ভাগ মানুষের আন্দোলন। আরব বিশ্বে জ্বলছে আগুন। দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তার শিখা বিস্তারের আলামত দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশও নিরাপদ নয়।

তিনি আরও বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্মরণ করুন। মানুষ চেয়েছিল ২২ পরিবারের শোষণ থেকে মুক্তি। ফলে সমাজতন্ত্র ছিল আকাঙ্খার কেন্দ্র বিন্দুতে, যার উপর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্তম্ভগুলো দাঁড়িয়েছিল। শোষণমুক্ত সমাজে জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্র, মানুষের পরিচয়ে মানুষ এই মর্মে ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ, যা সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছিল। অথচ ৪৬ বছর ধরে বুর্জোয়া শ্রেণি নানা রঙ্গে-ঢঙ্গে পুঁজিবাদের পথে দেশ চালিয়েছে। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ হারিয়ে গেছে, পরাধীনতা কালের হানাদার রাজাকারের বাংলাদেশ বাঙালি-বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মুখোশ পরে দাঁড়িয়েছে। ২২ পরিবারের স্থলে লক্ষ পরিবার গজিয়েছে। এরা দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে। সকল প্রথা প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, নীতি-আদর্শ, কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রগতিশীল বিকাশ

সবকিছুকে তছনছ করে স্বৈরতন্ত্র, লুটপাটতন্ত্র আর পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। নির্বাহীশক্তি বিচার বিভাগের গলা টিপে ধরেছে, গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্মচারী সরকারি দলের কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শাসক দলের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। পার্লামেন্ট ব্যবসায়ীদের ক্লাবের মর্যাদা লাভ করেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো লুটেরাগোষ্ঠীর পকেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শাসকশ্রেণি লুটেরাগোষ্ঠীর উন্নয়নকে দেশের ও জনগণের উন্নয়ন বলে চালাচ্ছে। ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দলগুলি একের ধ্বংসকে অপরের অস্তিত্বের শর্ত করে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ব্যক্তি সন্ত্রাস, ভোগবাদী উন্মাদনা, মাদকাশক্তি, সমাজে-পরিবারে ভাঙন দশা নিত্যদিন দেখা দিচ্ছে অবর্ণনীয় সহিংসতায়। নারী-শিশু নির্যাতন ভয়াবহ। সাম্রাজ্যবাদী থাবা সম্প্রসারিত। রুশ বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিনের ভাষ্যমতে, শোষক শ্রেণির কোন অংশ শাসন-শোষণ চালাবে তার অনুমোদনের ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন তথা ভোটটাকেও তারা বিশ্বাসযোগ্য করার সামর্থ্য হারিয়েছে। পরিশেষে একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই। সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে ভাষা সৈনিক আহমদ রফিক ও শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং তাদের সাথে যারা আছেন তাদের দেখেন। সর্বোচ্চ যোগ্যতা সত্ত্বেও তোষামোদ করে ভিসি হতে যাননি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মাথা নত করে কোন প্রলোভনে সমর্পিত হননি আহমদ রফিক। আর যারা পুঁজিবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে শাসকশ্রেণির সাথে হাত মিলিয়েছেন তাদের অবস্থা কী? ৪ ভিসি শাসক দলের উপকমিটির সদস্য হয়েছেন। দুই ভিসি সরকারি দলের নেতার জন্য ভোট ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। সরকারি আনুগত্য লাভে হাতাহাতি লাঠালাঠি করে শিক্ষকেরা মানমর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছে। এই যে আজ হাজার হাজার বামপন্থি সমাজতন্ত্রী নেতা-কর্মী এখানে জড়ো হয়েছেন, প্রচণ্ড সর্বনাশা ঝড়ের মাঝেও তারা মানুষের বাঁচার স্বপ্নের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন, মনুষ্যত্বের নীতি-আদর্শের ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখেছেন। এটাইতো মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খা ও প্রতিশ্রুতির প্রকৃত ছবি। সমাজতন্ত্র ছাড়া এর শেষ রক্ষা হবে না। অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেরা নামছে, সমাজ-সভ্যতা, সংস্কৃতিকে টেনে নামাচ্ছে। তাদের নষ্ট রাজনীতির পাঁকে ফেলে কোমলমতি বহু তরুন-যুবক ও সৎ মানুষের কপালে দুর্বৃত্তের কলঙ্ক তিলক পরিয়ে দিচ্ছে। বিপ্লব ছাড়া একেও পরাভূত করা যাবে না।

কমরেড খালেকুজ্জামান আরও বলেন, দুই বিশ্বযুদ্ধের পর আজ আবারও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তি দুনিয়া জুড়ে ধ্বংসের তাণ্ডব চালাচ্ছে, বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের মানুষ পরিবর্তন চায়, বিপ্লব চায়—সেই অর্থে পরিস্থিতি পরিপক্ক কিন্তু বিপ্লব সফল করার শক্তি দুর্বল, অবিন্যস্ত, বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত। তাই আজ সময়ের দাবি বামপন্থিদের ঐক্যের শক্তিকে কেন্দ্রে রেখে সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির বেষ্টনী তৈরি করতে হবে। অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা ধারণ করে জোট বাধতে হবে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে, সাম্য সমাজের লক্ষ্যে। তাতে শতবর্ষ উদ্‌যাপন সার্থকতা পাবে।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখিয়েছিল শ্রমিক কৃষকের রাষ্ট্র কতটা মানবিক হয়ে উঠতে পারে। আজ সারা দুনিয়ার মানুষ দেখছে পুঁজির উন্মত্ততা, মানুষের অসহায়ত্ব, বিপুল বৈষম্য। সমাজতন্ত্র থেকে যারা সরে এসেছিলেন তাদের চেহারাও উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু শোষণ-লুণ্ঠন আর দুর্দশাই শেষ কথা নয়। অক্টোবর বিপ্লব পথ দেখিয়েছে শোষণ মুক্তির। বাংলাদেশেও শ্রমিক শ্রেণি ঐক্যবদ্ধভাবে সে পথে চলবে। তিনি আরও বলেন, সমাজতন্ত্রকে অনিবার্য করে তোলার জন্য আজ লড়াই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মুনাফা বনাম মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে সমাজতন্ত্রই সঠিক পথ।

তিনি বলেন, বঙ্গভবনের চূড়ায় লাল পতাকা উড্ডীন করার মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে হবে। এই লড়াইয়ে সকল বামপন্থি নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিতে হবে। নেতারা ঐক্য ভাঙতে চাইলেও কর্মীদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে 'বামঐক্য'কে চোখের মণির মতো লালন করতে হবে।

কমরেড সাইফুল হক : সোভিয়েতের পতনের ফলে সারা পৃথিবীর মানুষকে আজ চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। নৈতিকতার অধঃপতন ঘটেছে। এই নৈতিকতা মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেয় না। মুনাফা সর্বস্ব এ সমাজ মানবিক বোধগুলিকে পদদলিত করছে।

মহাসমাবেশ শেষে একটি বিশাল লাল পতাকা মিছিল শহীদ মিনার থেকে বের হয়ে দোয়েল চত্বর, জাতীয় প্রেসক্লাব, পুরানা পল্টন মোড়, নূর হোসেন স্কোয়ার, গোলাপ শাহ মাজার, নগর ভবন, কার্জন হলের সামনে দিয়ে দোয়েল চত্বরে এসে শেষ হয়। মিছিলে হাজার হাজার কণ্ঠে পুঁজিবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে মানবিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান ধ্বনিত হয়।